তোরের কাগজ

তারিখ FEB. 10 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

আমলাতন্ত্র এবং প্রাথমিক শিক্ষা

বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রাজুয়েট শিক্ষক/শিক্ষিকার অভাব নেই। মাস্টার্স ডিগ্রিধারীও আছে অনেক। সরকার যে উদ্দেশ্যে উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ করছে মনে হয় সে উদ্দেশ্য মোটেও সফল হচ্ছে না। তার একটি মাত্র কারণ হলো, প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন স্কেল আর পিয়নের বেতন স্কেল প্রায় সমান। মনে হয়, এর পিছনে কোনো আমলাতন্ত্রের চক্রান্ত বিরাজ করছে। কলেজ শিক্ষকদের নিয়োগের দুই, চার ও আট বছর পর এই তিন ধাপে তিনবার পরবর্তী উচ্চতর স্কেলে বেতন স্কেল উন্নীত হয়। তারপর মাধ্যমিক শিক্ষকদের বেতন স্কেল হলো মোটামুটি সম্মানজনক ও যোগ্যতাভিত্তিক। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষকদের কি আছে সরকারপ্রধান তথা আমলারা বলবেন কি?

যখন দৈনিক পত্রিকা বা রেডিওতে শোনা যায়, সরকার প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নকল্পে অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তখন প্রাথমিক শিক্ষকদের মুখে হাসি পায়। কারণ শিক্ষার উন্নয়নের পূর্ব শর্ত শিক্ষকদের উন্নয়ন। শিক্ষকদের উন্নয়ন বলতে সম্মানজনক ও যোগ্যতাভিত্তিক বেতন কাঠামোকেই বোঝায়। প্রথম শর্তটা পূরণ না করে শিক্ষার উন্নয়ন কিভাবে হবে তা আমরা বুঝি না।

গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পদোন্নতিরও কোনো ব্যবস্থা এখানে নেই। সহকারী প্রধান শিক্ষকের আলাদা বেতন স্কেল নেই। ১৯৭৩ সালের বেতন কাঠামোতে প্রাথমিক শিক্ষকদের সমমানের স্কেলে অন্যান্য বিভাগে যারা চাকরি করতেন আজ তারা সবাই দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। অথচ প্রাথমিক শিক্ষকগণ পূর্বে যে তিমিরে ছিল আজো সে তিমিরেই রয়ে গেছে। পরিবর্তন হয়েছে শুধু শিক্ষাগত যোগ্যতার, বেতনের নয়।

প্রাথমিক শিক্ষকদের অনেক আশা ছিল বর্তমান সরকারের ওপর। কিন্তু সে আশা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেলো। গত ১৯ ডিসেম্বর'৯৮ বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের মহাসম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিলেন, বেতন স্কেলের শতকরা ৮০ ভাগ সরকার দেবে। তাও আগামী অর্থবছর থেকে। মোটামুটি শতকরা নয় টাকা বাড়লো। নেই বাড়ি ভাড়া, নেই চিকিৎসা ভাতা, নেই ট্রেনিঙের পর বেতন স্কেল পরিবর্তনের কথা। নেই, নেই, আসলে কিছুই নেই।

আশা করি, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টি ভেবে দেখবেন।

খোকন মজুমদার
গ্রাম-পানুয়া
পো-চিকনছড়া-৪৪৪০
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।